র‍্যাপিড পাস কার্ড এর শুভ উদ্বোধন

সকল পরিবহনে এক কার্ড **"র‍্যাপিড পাস"**

উদ্বোধনে : **শেখ হাসিনা**
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থান : গণভবন, ঢাকা
তারিখ : ২১ পৌষ ১৪২৪/০৪ জানুয়ারী ২০১৮

র‍্যাপিড পাস ব্যবহার করি **স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করি।**

সকল পরিবহনে এক কার্ড- "র‍্যাপিড পাস" উদ্বোধন

ভূমিকা : মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত 'সোনার বাংলা' গড়ার। মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংস প্রাপ্ত সড়ক অবকাঠামো নির্মাণে বঙ্গবন্ধু কাজ শুরু করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। সারাদেশের সড়ক অবকাঠামোতে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমূল পরিবর্তন এনেছেন।

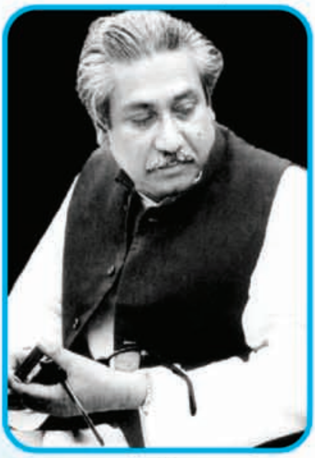

ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ 'র‍্যাপিড পাস' প্রবর্তন করতে যাচ্ছে। 'র‍্যাপিড পাস' সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ারে পরিণত হবে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) কর্তৃক জাইকার সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন Establishment of Clearing House for Integrating Transport Ticketing System in Dhaka City Area প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরে গণপরিবহন ব্যবস্থা সুসংহত এবং Automatic Fare Collection System প্রচলন ও Fare Collection System Integration করার লক্ষ্যে Clearing House স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় গণপরিবহন ব্যবহারকারীদের জন্য ইলেকট্রনিক চীপ সম্বলিত Prepaid Smart Card "Rapid Pass" প্রবর্তন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ কার্ডটির ডিজাইন ও নামকরণ 'র‍্যাপিড পাস' (Rapid Pass) অনুমোদন করেছেন।

র‍্যাপিড পাস ব্যবহারে হিসাব হবে নিখুঁতভাবে

সকল পরিবহনে এক কার্ড- "র‍্যাপিড পাস"

প্রকল্প তথ্য : এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩৯.০৬ কোটি টাকা তম্মধ্যে জাইকার কারিগরী সহায়তায় ২৮.৫২ কোটি টাকা এবং জিওবি ১০.৫৪ কোটি টাকা। প্রকল্পটি জুন/২০১৮ ইং তারিখ সমাপ্ত হবে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে "Rapid Pass" নামক আইসি কার্ড প্রবর্তনসহ আনুষাঙ্গিক অবকাঠামো তৈরীর মাধ্যমে সবধরনের যানবাহনে ব্যবহারযোগ্য একটি সমন্বিত ই-টিকেটিং পদ্ধতির প্রচলন।

ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

প্রকল্পের অগ্রগতি : • মোট ৬০,০০০ Rapid Pass ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। • ডাচ্-বাংলা ব্যাংক কে ক্লিয়ারিং হাউজ ব্যাংক হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। • Server, Handy Device, RAM ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়েছে। • ফেয়ার অটোমেশনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশসহ সফটওয়্যার ক্রয় করা হয়েছে। • ১১/০৪/২০১৭ তারিখে বিআরটিসি-র সাথে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ১৬/০৫/২০১৭ তারিখ হতে বিআরটিসি-র আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে এ কার্ডের পাইলটিং কাজ শুরু হয়েছে। • ১৬/০৫/২০১৭ তারিখে ওমামা ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ এর সাথে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ০৭/০৬/২০১৭ তারিখ হতে **ওমামা**-র কাওলা হতে মতিঝিল রুটে এ কার্ডের পাইলটিং কাজ শুরু হয়েছে। • ১৮/১২/২০১৭ তারিখে **ঢাকা চাকা** এর সাথে একটি MoU ও Agent Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ২৪/১২/২০১৭ তারিখ হতে গুলশান সার্কুলার রুটে এ কার্ডের পাইলটিং কাজ শুরু হয়েছে।

র‍্যাপিড পাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা : র‍্যাপিড পাস জাপানের Sony কোম্পানীর তৈরী একটি Radio Frequency Identification (RFID) (IC) স্মার্ট কার্ড। এ কার্ডটি Integrated Circuit সংযুক্ত রয়েছে এবং এটি ISO 18092 Standard অনুযায়ী তৈরী। উপযুক্ত Reader/Writer এর সাথে সবোর্চ্চ ১০ সেন্টিমিটার দুরুত্ব থেকে ০.১ সেকেন্ডের মধ্যে এই কার্ড থেকে ডাটা আদান-প্রদান সম্ভব। এ কার্ডে রয়েছে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থার সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্য EAL6+ পর্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা ISO/IEC 15408 কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত।

ক্রয় এবং রিচার্জ : ১। নিম্নে বর্ণিত ডাচ বাংলা ব্যাংকের ৮(আট) টি শাখা থেকে র‍্যাপিড পাস কার্ড ক্রয় এবং রিচার্জ করা যাবে।

• মতিঝিল লোকাল অফিস শাখা • মতিঝিল বৈদেশিক বিনিময় শাখা • এলিফ্যান্ট রোড শাখা • উত্তরা শাখা • বনানী শাখা • গুলশান সার্কেল-১ শাখা • গুলশান শাখা • সোনারগাঁ-জনপথ শাখা

সকল পরিবহনে এক কার্ড- "র‌্যাপিড পাস"

২। নিম্নলিখিত ৮(আট)টি টিকেট কাউন্টার থেকে র‌্যাপিড পাস কার্ড ক্রয় এবং রিচার্জ করা যাবে।

- হাউজ বিল্ডিং উত্তরা
- বনানী
- শাহবাগ
- মতিঝিল
- নতুন বাজার, গুলশান
- গুলশান-২
- শুটিং ক্লাব, গুলশান
- ঢাকা চাকা বনানী স্টপেজ

৩। র‌্যাপিড পাসের প্রাথমিক মূল্য ৪০০/- টাকা যার মধ্যে ২০০/- টাকা প্রাথমিক রিচার্জ এবং বাকী ২০০/- টাকা কার্ডের জমা মূল্য।

৪। একজন কার্ড ব্যবহারকারী সর্বনিম্ন ১০০/- টাকা এবং সর্ব্বোচ্চ ১০০০/- টাকা রিচার্জ করতে পারবেন, তবে কার্ডের ব্যালান্স ২০০০/- টাকা এর বেশি হতে পারবে না।

৫। কার্ডে অপর্যাপ্ত ব্যালান্স থাকলেও কার্ড ব্যবহারকারী প্রতিবার রিচার্জে একবার কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। তবে পরবর্তী রিচার্জে ঐ পরিমাণ টাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় হয়ে যাবে।

বিআরটিসির সাথে MoU স্বাক্ষর

নিবন্ধন :

১। কার্ড নিবন্ধনের জন্য কার্ড ব্যবহারকারীকে নির্ধারিত ফরমে আবেদন জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রে যেখান থেকে কার্ড ক্রয় করা হয়েছে সেখানে পূরণকৃত আবেদন ফরম জমা দিতে হবে। নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে সর্বনিম্ন দুই কার্যদিবস লাগবে। নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে রিফান্ড এবং রি-ইস্যু সংক্রান্ত কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।

২। র‌্যাপিড পাস কার্ড নিবন্ধন বাঞ্ছনীয়। একমাত্র নিবন্ধিত কার্ড ব্যবহারকারীগণ নিম্নলিখিত সুবিধা ভোগ করবেন :

ক) রিফান্ড : যদি কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী কার্ড ফেরত দিতে মনঃস্থির করেন, সেক্ষেত্রে অপারেটর সত্যতা যাচাই সাপেক্ষে রিফান্ড ফি বাবদ ১০/- টাকা কেটে নিয়ে একই দিনে কার্ডের মূল্য (জমা ও রিচার্জ) ফেরত দিবেন।

খ) ক্ষতিগ্রস্থ' কার্ড পুন প্রদান : ব্যবহারকারী ক্ষতিগ্রস্থ কার্ড অপারেটরকে ফেরত দিয়ে পুণ প্রদান ফি বাবদ ২০০/- টাকা প্রদান সাপেক্ষে নতুন কার্ড নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে অপারেটর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে নতুন প্রদানকৃত কার্ডে পূর্বের ব্যালেন্স স্থানান্তর করে দিবেন।

গ) হারানো কার্ড পুন প্রদান : ব্যবহারকারী নতুন কার্ডের জন্য ২০০/- টাকা জমা ফি এবং ২০০/- টাকা পুন প্রদান ফি প্রদান করবেন। অপারেটর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে নতুন প্রদানকৃত কার্ডে পূর্বের ব্যালেন্স স্থানান্তর করে দিবেন।

ঘ) হারানো কার্ড ফেরত ঃ ব্যবহারকারী হারানো কার্ড ফেরত পেলে অপারেটরকে জমামূল্য ফেরত প্রদানের জন্য দিবেন। অপারেটর সত্যতা যাচাই সাপেক্ষে কার্ড নিষ্ক্রিয় করে রিফান্ড ফি বাবদ ১০/- টাকা কেটে নিয়ে একই দিনে কার্ডের মূল্য ফেরত দিবেন।

ওমামা-র সাথে MoU স্বাক্ষর

ঙ) 'খ' এবং 'গ'-তে বর্ণিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ব্যবহারকারীর তথ্যের সত্যতা যাচাইসহ আনুষাঙ্গিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে এক কার্য দিবস প্রয়োজন হবে। ফলে অপারেটর ব্যবহারকারীকে স্মারক নম্বর সম্বলিত একটি ভাউচার প্রদান করবেন এবং পরবর্তী কার্যদিবসে ব্যবহারকারী সেই ভাউচার প্রদর্শন করে নতুন কার্ড গ্রহণ করবেন।

ঢাকা চাকা-র সাথে MoU স্বাক্ষর

যাত্রীসাধারণ 'র‍্যাপিড পাস' ব্যবহার করে ভবিষ্যতে বিভিন্ন গণপরিবহনে (মেট্রোরেল, বিআরটি, বিআরটিসি, বিআইডব্লিউটিসি, বেসরকারী বাস, বাংলাদেশ রেলওয়ে) ভ্রমণ করতে পারবেন। এতে যাত্রী সাধারণের বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমে ভ্রমণের সময় বারবার টিকেট সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না। ভবিষ্যতে 'র‍্যাপিড পাস' এর মাধ্যমে ইউটিলিটি বিল, যানবাহনের টোল প্রদান এবং সাধারণ কেনাকাটার সুযোগ থাকবে। 'রূপকল্প ২০২১' অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে 'র‍্যাপিড পাস' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। এ কার্ড আর্থ সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সূচনা করবে। টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে 'র‍্যাপিড পাস' ভূমিকা রাখবে।

উপসংহার : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ট ও গতিশীল নেতৃত্বে জ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি নির্ভর দেশ গঠনে আমরা দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ।

কার্ড ব্যবহারের তথ্য চিত্র

ধাপ ১ : কার্ড ইস্যু ও কার্ড নিবন্ধন

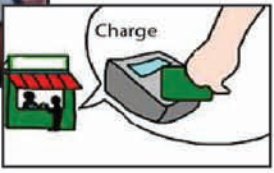

ধাপ ২ : র‍্যাপিড পাস রিচার্জ

ধাপ ৩ : ভ্রমণের প্রাক্কালে স্পর্শ

ধাপ ৪ : নামার সময় স্পর্শ